ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

Digital Media Act No. : DM /34/2021 ● Prgi Application Process No. : T/WB/2024/0617/6991/1130 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/

● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ০৬১ ● কলকাতা ● ১৯ ফাল্গুন, ১৪৩১ ● মঙ্গলবার ● ০৪ মার্চ ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

যাদবপুর নিয়ে কড়া হুঁশিয়ারি সৌগতর

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

অরূপের সুরে এবার সৌগত, যাদবপুর নিয়ে কড়া হুঁশিয়ারি ।'তৃণমূলের ২-৩ হাজার ঢুকলে কোথায় বাঁচবে? প্রেসিডেন্সির মতো এখানেও এখনও পুলিশ নিয়ে ভাবতে হবে। প্রশাসনিক ব্যবস্থা নিলে হাজার খানেক পুলিশ ঢুকে যাবে। ওটা ওদের সৌভাগ্য যে ছেলেটা আহত, না হলে কেউ সমবেদনা দেখাত না। যাদবপুর তো বাংলার বাইরে নয় ।ব্রাত্য বলেন, 'যাদবপুর

এরপর ৩ পৃষ্ঠায়

বাড়ছে রাজ্যের পুলিশ বাহিনী

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

রাজ্য পুলিশের বিভিন্ন ব্যাটেলিয়ান থেকে বাছাই করা কর্মী নিয়ে তৈরি হয়েছে ডিএমজি ইউনিট অর্থাৎ রাজ্য পুলিশের বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী। বর্তমানে রাজ্যের সশস্ত্র বাহিনীর অধীনে রয়েছে ডিএমজির মোট সাতটি ইউনিট। তবে গোটা রাজ্যে বিভিন্ন বিপর্যয় ঘটলে তা এই সাতটি ব্যাটেলিয়ান-এর পক্ষে সামলানো খুব মুশকিল হচ্ছিল।সূত্রের খবর, নবগঠিত প্রতিটি ডিএমজি ইউনিটে মোট ৪০ জন সদস্য থাকছেন। পাঁচটি বিশেষ দল নিয়ে গঠিত প্রতিটি স্কোয়াড বিভিন্ন কাজে যুক্ত থাকবে। কোনও দল ডুবে যাওয়ার ঘটনায় তল্লাশি করবে, তো কেউ আবার বহুতল জায়গায় উদ্ধারকার্য করবে। জানা যাচ্ছে, সংশ্লিষ্ট ব্যাটেলিয়ন থেকে মোট ৪০ জন পুলিশকর্মীকে নতুন ডিএমজি ইউনিটের জন্য বেছে নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। এক পুলিশ করতে জানিয়েছেন বাছাই পর্ব শেষ হলে ডিআইজি-র (সশস্ত্র) নির্দেশে তাঁদের

এরপর ৩ পাতায়

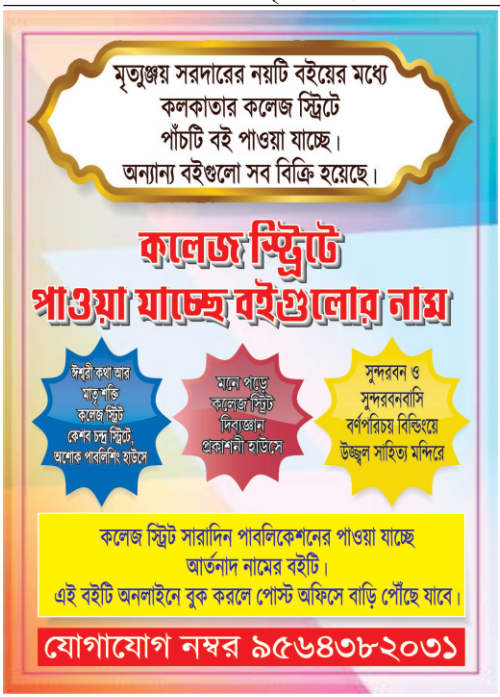

আদালতে চাকরীর পরীক্ষায় প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনায় আটক হওয়া পরীক্ষার্থীর সূত্র ধরে তার এক সহযোগী পরীক্ষার্থীকে গ্রেফতার করল পুলিশ

সুচিন্ত্য গোস্বামী, বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর

আদালতে গ্রুপ সি ও গ্রুপ ডি পদে নিয়োগের পরীক্ষায় প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনায় গ্রেফতার হওয়া এক পরীক্ষার্থীর সূত্র ধরে তার সহযোগী আরো এক পরীক্ষার্থীকে গ্রেফতার করল বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর থানার পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে ধৃতের নাম ফিরোজ শেখ। বাড়ি মালদার মোথাবাড়ি এলাকায়। পরীক্ষাকেন্দ্রের বাইরে বসে ধৃত বিষ্ণুপুর শিবদাস গার্লস হাইস্কুলে পরীক্ষারত এক পরীক্ষার্থীকে টেলিফোনে উত্তর পাঠানোর চেষ্টা করছিলেন বলে অভিযোগ। গত ২৩ ফেব্রুয়ারি আদালতের জুডিসিয়ারি স্টাফ রিক্রুটমেন্টের গ্রুপ সি ও গ্রুপ ডি পদে নিয়োগের লিখিত পরীক্ষা ছিল। পরীক্ষার প্রথমার্ধে গ্রুপ সি ও দ্বিতীয়ার্ধে গ্রুপ ডি পদের পরীক্ষা ছিল। এই পরীক্ষার দ্বিতীয়ার্ধে পরীক্ষার হলে দুটি মোবাইল সহ বিষ্ণুপুর শিবদাস গার্লস হাইস্কুল কেন্দ্রে ধরা পড়ে শেখ মাজেদুর রহমান নামের মালদার এক পরীক্ষার্থী। ওই পরীক্ষার্থীকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হলে তাকে গ্রেফতার করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে পুলিশ। জিজ্ঞাসাবাদের মুখে ধৃত পরীক্ষার্থী স্বীকার করে নেয় পরীক্ষা শুরুর সময়ই পরীক্ষার হল থেকেই গোপনে স্মার্টফোনে প্রশ্নপত্রের ছবি তুলে সে পাঠিয়ে দেয় মালদার মোথাবাড়ির বাসিন্দা ফিরোজ শেখের মোবাইলে। পরীক্ষার হলের বাইরে অপেক্ষারত ফিরোজ প্রশ্নের উত্তর লিখে তা মেসেজ আকারে মাজেদুরের সঙ্গে থাকা কি- প্যাড ফোনে পাঠানোর পরিকল্পনা করেছিল। কিন্তু পুলিশ জানিয়েছে উত্তর পাওয়ার আগেই পরীক্ষার হলে মাজেদুর দুটি মোবাইল ফোন সহ ধরা পড়ে যাওয়ায় গোটা পরিকল্পনা বানচাল হয়ে যায়। মাজেদুরকে গ্রেফতার করার পর গোটা পরিকল্পনার কথা জানতে পারে পুলিশ এবং তারপরেই মাজেদুরের সহযোগী ফিরোজ শেখের সন্ধান শুরু করে পুলিশ। বিশেষ সূত্রে খবর পেয়ে গতকাল মালদার মোথাবাড়িতে হানা দিয়ে বিষ্ণুপুর থানার পুলিশ ফিরোজ শেখকে গ্রেফতার করে। ধৃত ফিরোজ নিজেও ওই পরীক্ষার প্রথমার্ধে গ্রুপ সি পদের জন্য অপর একটি পরীক্ষাকেন্দ্রে পরীক্ষা দিয়েছিল বলে জানতে পেরেছে পুলিশ। আজ ধৃতকে বিষ্ণুপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হবে।

বনাঞ্চলে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে ৬৮ টি হাতি, উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বিশেষ ব্যবস্থা বন দফতরের

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

বাঁকুড়া: আজ থেকেই শুরু হচ্ছে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা। কিন্তু বাঁকুড়ার বিভিন্ন বনাঞ্চলের পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষার পাশাপাশি তাড়া করছিল অন্য এক আতঙ্ক। কারন বাঁকুড়ার বনাঞ্চলে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে ৬৮ টি হাতি। জঙ্গলপথে হাতির হানা এড়িয়ে পরীক্ষার্থীদের নিরাপদে পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছানো ও পরীক্ষা শেষে তাদের ফের বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে বন দফতর। বনাঞ্চলের রাস্তায় নজরদারি

এরপর ৩ পাতায়

বিধ্বংসী আগুনে রাজ্য প্রানী বাঘরোলের বাসস্থান সংকট

সুলেখা চক্রবর্তী, হাওড়া

আমাদের রাজ্য পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য প্রানী বাঘরোল।এই বাঘরোলকে বাঁচিয়ে রাখতে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পরিসংখ্যান অনুযায়ী বিশ্বে যত বাঘরোল রয়েছে তার ৭৫ শতাংশ বাঘরোল থাকে হাওড়ার আমতা দুই নং ব্লক এলাকায়।এই ব্লকের ঝামটিয়া,কাশমলি, গাজীপুর,তাজপুর,নওপাড়া সহ কয়েকটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বিস্তীর্ণ খড়ি বনে বাঘ রোল বসবাস করে। পাশাপাশি থাকে বেশ কিছু বন্য প্রাণী ও। রবিবার দুপুরে নারিট ও গাজীপুর এলাকায় এক বিধ্বংসী আগুনে ছাই হয়ে গিয়েছে প্রায় ৬০ বিঘা খড়িবন। প্রসঙ্গত এই এলাকার মানুষের আয়ের একটা বড় অংশ আসে খড়ি চাষ করে। কিন্তু রবিবারের আগুন ইতিমধ্যেই খড়ি চাষীদের রুটি রুজি যেমন কেড়েছে তেমনি রাজ্য প্রানী বাঘরোলের ও বাসস্থান চলে গিয়েছে।এই খড়িবন গুলিতে থাকা বাঘরোল অন্যত্র সরে গিয়েছে বলে আশা বন্যপ্রাণ সংরক্ষণকারীদের।তাঁদের দাবি বিপদ বুঝলে বন্যপ্রাণীরা আগে ভাগেই নিরাপদ আশ্রয়ে সরে যায়।এ ক্ষেত্রে ও হয়তো গিয়েছে। বন্যপ্রাণী সংরক্ষণকারী চিত্রক প্রামানিক জানিয়েছেন,"আমরা আশা করছি আগুনের বিপদ বুঝতে পেরে ওই এলাকা থেকে বাঘরোল,ভাম বেঁজি সহ বন্যপ্রাণীরা দূরে নিরাপদ আশ্রয়ে সরে গিয়েছে।"এছাড়া খড়িবন পুড়ে যাওয়ার ফলে বাঘরোলের বাসস্থানের অত্যন্ত অভাব হয়েছে একথা মানতে নারাজ হাওড়া জেলা পরিষদের বন ও বনভূমির কর্মাধ্যক্ষ মানস বসু। তিনি জানান,"আগুনের ফলে হাওড়ার প্রায় ১২০০ বিঘা খড়িবনের মধ্যে ৬০ বিঘা নষ্ট হয়েছে।একটি বাঘ রোল আহার ও বাসস্থান জোগাড়ের জন্য ২০-৩০ কিঃমিঃ যেতে পারে।ফলে তারা সরে গিয়েছে।আমরা ক্ষতিগ্রস্ত খড়ি চাষীদের সঙ্গে কথা বলেছি।তাঁরা ফের ওখানে খড়ি চাষ ই করবেন বলে জানিয়েছেন।তবে সরকারীভাবে তাদের সাহায্য করা যায় কিনা তার ও অনুরোধ জানিয়েছি। বাঘরোলের বাসস্থান বিপন্ন নয়। যেহেতু এখন বাঘরোলের প্রজনন সময় নয় তাই তারা অন্যত্র সরে যেতে সক্ষম হয়েছে।আবার খড়িবন হয়ে গেলে চলে আসবে।"তবে পুরো বিষয়টি যে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে তা ও জানিয়েছেন বন দফতর।

(১ম পাতার পর)

বাড়ছে রাজ্যের পুলিশ বাহিনী

প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। উল্লেখ্য, বর্তমানে যে সব ব্যাটেলিয়নে ডিএমজি ইউনিট রয়েছে, তার সদস্য সংখ্যা প্রায় ৮০। তাঁদের মধ্যে মোট ৭০ জন পুলিশ কনস্টেবল আর বাকিরা হলেন অফিসার।তাই ডিএনজি ইউনিটের সংখ্যা বাড়ানোর দাবি উঠছিল বিগত বেশ কিছুদিন ধরেই।

ভবানী ভবন সূত্রে খবর, সেই দাবি মেনে নিয়েই এবার রাজ্য পুলিশের বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী ডিএমজি ইউনিটের সংখ্যা বাড়ানো হল। বর্তমানে রাজ্যে মোট সাতটি ডিএমজি ইউনিট রয়েছে, যা এবার বেড়ে হচ্ছে ১৪। এই সংক্রান্ত একটি নির্দেশিকা থেকে জানা যাচ্ছে, প্রত্যেকটি নতুন ইউনিটে মোট ৪০ জন সদস্য থাকবেন। তাদের মধ্যে ৩৬ জন কনস্টেবল এবং বাকি চারজন থাকছেন অফিসার। নির্দেশ মেলা মাত্রই রাজ্যের বেশ কয়েকটি জেলায় কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে বলে খবর।

জানা যাচ্ছে, বর্তমানে রাজ্য সশস্ত্র বাহিনীর ৪, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০ এবং ১৩ ব্যাটেলিয়নের অধীনে রয়েছে ডিএমজির সাতটি ইউনিট। প্রয়োজন মাফিক রাজ্যের এডিজি (আইন শৃঙ্খলা) কিংবা ডিআইজি (সশস্ত্র)-র নির্দেশে ওই ইউনিট উদ্ধার কাজ চালাতে ঘটনাস্থলে পৌঁছে যেত। তবে সারা রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ঘটে চলা বিপর্যয়ের ঘটনা সামলাতে নাজেহাল অবস্থা হচ্ছিল এই সাতটি ব্যাটেলিয়নের ডিএমজির।

প্রসঙ্গত এর আগেও নাকি রাজ্য পুলিশের তরফে আলাদা ডিএমজি ব্যাটেলিয়ন তৈরির প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তা কোনো কারণে কার্যকর করা যায়নি। সূত্রের খবর এবার, সেই ঘাটতি মেটাতে এবার রাজ্য পুলিশের কর্তারা এই পদক্ষেপ নিচ্ছেন। তাই এবার আরও সাতটি ব্যাটেলিয়নে ওই নতুন ডিএমজি ইউনিট তৈরি করা হচ্ছে।

রাজ্য সশস্ত্র বাহিনীর ১, ২, ৩ এবং ১১ নম্বর ব্যাটেলিয়ন ছাড়াও নতুন গঠিত জঙ্গলমহল, নারায়ণী এবং গোর্খা ব্যাটেলিয়নেও ওই ডিএমজি ইউনিট তৈরি হয়েছে বলে খবর। এর ফলে এবার রাজ্য পুলিশের সব ব্যাটেলিয়নেই ডিএমজি ইউনিট থাকছে। পুলিশের কর্তাদের একাংশের দাবি এরফলে আগামীদিনে রাজ্যের যে কোনো জেলায় বিপর্যয় ঘটলে দ্রুত সেখানে ডিএমজি বাহিনী পৌঁছতে পারবে।

(১ম পাতার পর)

যাদবপুর নিয়ে কড়া হুঁশিয়ারি সৌগতর

প্রায় মুক্তাঞ্চলে পরিণত করার চেষ্টা। আমি ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করেছিলাম, চেয়েছিলাম ডেপুটেশন জমা দিক, ওরা দিতে রাজি হল না। ৩০-৪০ জনের একটা গ্যাং ছিল, ওদের চিনি না। এসএফআইয়ের ডেপুটেশন দিয়েছিল, ৪-৫টি অতিবাম কয়েকটি সংগঠন ছিল, তাঁরা বলছিল সবার সঙ্গে একসঙ্গে বসে ডেপুটেশন দিতে হবে, সেটা সম্ভব ছিল না। ওরা শারীরিকভাবে হেনস্থা করতে চাইছিল, টানা অধ্যাপকদের মারধর করেছে। ছাত্র হয়ে অধ্যাপকদের মারছে, এটা দুর্ভাগ্যের।'কেউ গেলেই গাড়ি ভাঙবে। যাদবপুরে একটা অসহ্য বাঁদরামির খেলা চলছে, সহ্য করা যায় না। তারপর থেকে ওরা আর আসবে না, বামেদের হুঙ্কার তৃণমূল সাংসদের ।

তিনি বলেন, 'যাদবপুর তো বাংলার বাইরে নয়, কেউ গেলেই গাড়ি ভাঙবে, সহ্য করা যায় না। যাদবপুরে একটা অসহ্য বাঁদরামির খেলা চলছে। এর আগে বাবুল, ধনকড়কে বাধা, এবার ব্রাত্যকেও বাধা। ছেলেটা দুর্ভাগ্যজনকভাবে আহত না হলে কেউ সমবেদনা দেখাত না।'অপরদিকে, অরূপ বিশ্বাস বলেছেন এক মিনিটে দখল করতে পারি, ২-৩ হাজার ঢুকলে কোথায় বাঁচবে। প্রেসিডেন্সির মতো এখানেও এখনও পুলিশ নিয়ে ভাবতে হবে।'যাদবপুরকাণ্ডে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তুলেছেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। বলেন, 'যাদবপুরে এই ঘটনা নতুন নয়, বাবুল সুপ্রিয়র সঙ্গে একই ঘটনা ঘটানো হয়েছে।' প্রসঙ্গত, ২০১৯ সালে ABVP-র অনুষ্ঠানে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে নিগৃহীত হয়েছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়। বামপন্থী ছাত্রদের বিক্ষোভ, গো ব্যাক স্লোগান। ধাক্কাধাক্কিতে খুলেছিল চশমা। ছিঁড়ে দেওয়া হয়েছিল জামা। চুলের মুঠি ধরে টান দেওয়া হয়েছিল। পুলিশ ডাকা নিয়ে বাবুল-উপাচার্য কথা কাটাকাটি হয়েছিল। ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন তৎকালীন রাজ্যপাল। মুখ্যসচিবকে করেছিলেন ফোন। যদিও পরে নিজেই গিয়ে প্রবল বিক্ষোভের মুখ থেকে বাবুল সুপ্রিয়কে বের করে এনেছিলেন রাজ্যপাল। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়র নিগ্রহের ঘটনায় উত্তাল হয়েছিল সেবার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়।

(২ পাতার পর)

বনাঞ্চলে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে ৬৮ টি হাতি, উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বিশেষ ব্যবস্থা বন দফতরের

চালাতে মোতায়েন করা হয়েছে বন কর্মী, পুলিশকে।

বাঁকুড়ার বড়জোড়া ব্লকের পাবয়া, ডাকাইসিনি, কালপাইনি, খাঁড়ারি, ফুলবেড়িয়া সহ বিভিন্ন গ্রামের অবস্থান জঙ্গলের মধ্যে। এই গ্রামগুলির উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষাকেন্দ্র গদারডিহি, বেলিয়াতোড় ও ছান্দার এলাকায়। গ্রাম থেকে পরীক্ষাকেন্দ্রে যাতায়াতের পথ পুরোপুরি জঙ্গলের মাঝখান দিয়ে। যে জঙ্গলে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে ৬৮ টি হাতি। যে কোনো সময় ঘটতে পারে দুর্ঘটনা। একদিকে জীবনের অন্যতম বড় পরীক্ষার টেনশান আর অন্যদিকে হাতির মুখে পড়ার আশঙ্কায় কার্যত কাঁটা হয়েছিল পরীক্ষার্থীরা। তবে পরীক্ষার্থীদের পাশে দাঁড়িয়েছে বন দফতর, পুলিশ ও প্রশাসন। জঙ্গল লাগোয়া এলাকার পরীক্ষার্থীদের বাড়ি থেকে পরীক্ষা কেন্দ্রে যাতায়াতের জন্য একদিকে যেমন গাড়ি দেওয়া হয়েছে তেমনই প্রতিটি জঙ্গলপথে পরীক্ষার্থীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে মোতায়েন করা হয়েছে পুলিশ ও বন কর্মীদের। জঙ্গলপথগুলিতে লাগাতার নজরদারি চালাচ্ছেন বন কর্মী ও পুলিশ। আর এতেই হাতির আতঙ্ক কিছুটা হলেও কেটেছে পরীক্ষার্থীদের। অনেকটা নিশ্চিন্ত অভিভাবকেরাও।

সম্পাদকীয়

বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতনের তীব্র নিন্দা অমর্ত্যর, জামাতকে বিঁধলেন নোবেলজয়ী, চটে লাল মৌলবাদীরা

সংখ্যালঘুদের নিপীড়ন, দিকে দিকে হিন্দু মন্দির ভাঙচুর, খুন-ধর্ষণ, সব মিলিয়ে চরম অরাজকতা পদ্মাপাড়ে। 'নতুন' বাংলাদেশের এই পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বিগ্ন অমর্ত্য সেন। এবার তিনি মুখ খুললেন মহম্মদ ইউনুসের সরকার নিয়েও। পাশাপাশি হিন্দুদের উপর অত্যাচার নিয়ে কার্যত জামাতকেই বিঁধেছেন নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ।জামাতের আমিরের দাবি, "অমর্ত্য সেন জামাতে ইসলামির বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন ও বদ্ধমূল ধারণা থেকে মন্তব্য করেছেন। সংখ্যালঘুদের নির্যাতনের জন্য প্রকৃত দায়ী আওয়ামি লিগ। সাহস থাকলে তিনি তা স্বীকার করতেন, কিন্তু তা সম্ভব নয় কারণ তিনি নিজের ধারণায় সুশীল। দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে বিদেশি বিশ্লেষকদের নাক গলানো অযৌক্তিক।" তবে অমর্ত্য সেনকে তোপ দাগতে গিয়ে শফিকুর রহমানও মানলেন এই মুহূর্তে বাংলাদেশে নিপীড়িত হিন্দুরা। কারণ এর আগে সংখ্যালঘু নির্যাতন নিয়ে সব অভিযোগই উড়িয়ে দিয়েছে ইউনুস সরকার।তাঁর মন্তব্যে চোটে লাল মৌলবাদীরা। অমর্ত্য সেনকে পালটা তোপ দাগল পাকপন্থী জামাত।

জীবনের অনেকটা সময় ঢাকায় কাটিয়েছেন অমর্ত্য। তাঁর স্কুল জীবনের শুরুও সেখানে। এক সময় পৈতৃক বাড়িতেও নিয়মিত যেতেন। তাই বর্তমান বাংলাদেশ নিয়ে চিন্তিত অমর্ত্য। রবিবার এই বিষয়ে পিটিআইয়ের কাছে মুখ খোলেন তিনি। সাক্ষাৎকারে বলেন, "বাংলাদেশের পরিস্থিতি আমার উপর গভীরভাবে প্রভাব ফেলেছে। কারণ আমি বাঙালি। আমি ঢাকায় অনেক সময় কাটিয়েছি এবং সেখানেই আমার স্কুল জীবনের শুরু। ঢাকার পাশাপাশি মানিকগঞ্জে আমার পৈতৃক বাড়িতে প্রায়ই গিয়েছি। মায়ের দিক থেকেও আমি নিয়মিত বিক্রমপুর, বিশেষ করে সোনারাংয়ে গিয়েছি। তাই ব্যক্তিগতভাবে আমার কাছে এসব জায়গার খুব গুরুত্ব রয়েছে। কিন্তু এখন বাংলাদেশের পরিস্থিতি খুবই উদ্বেগজনক। তারা (বাংলাদেশ সরকার) বর্তমান চ্যালেঞ্জগুলো কীভাবে মোকাবিলা করবে, তা নিয়ে অন্য অনেকের মতো আমিও উদ্বিগ্ন।"একাত্তরের স্বাধীনতার পর থেকে বাংলাদেশে যা যা অগ্রগতি হয়েছে তারও উল্লেখ করেন অমর্ত্য। তিনি বলেন, বাংলাদেশ বড় ধরনের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে গিয়েছে। বিশেষ করে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার মতো বিষয়ও রয়েছে। সাক্ষাৎকারে আওয়ামি লিগকে নিষিদ্ধ না করার কথাও বলেন তিনি। অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান ইউনুস কীভাবে বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনবেন তা নিয়ে অমর্ত্য বলেন, "ইউনুস আমার পুরোনো বন্ধু। আমি জানি, তাঁর ক্ষমতা রয়েছে। তিনি বাংলাদেশের ধর্মনিরপেক্ষতা ও গণতান্ত্রিক অঙ্গীকার নিয়ে জোরালো বক্তব্যও দিয়েছেন।"শেখ হাসিনার আমলে বাংলাদেশে নিয়ন্ত্রণে ছিল চরমপন্থা। জামাত, হিজবুত তাহরির মতো উগ্র ধর্মীয় শক্তিকে নিয়ন্ত্রণে রেখেছিলেন। কিন্তু বদলের বাংলাদেশে এখন মৌলবাদীদের দাপাদাপি। বিপন্ন হিন্দুরা। সেই প্রসঙ্গে তীব্র নিন্দা জানিয়ে অমর্ত্য বলেন, "এটা বাংলাদেশের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। হিন্দুদের নিরাপত্তা, সুরক্ষা দেওয়ার ক্ষেত্রে সেদেশের গৌরবময় ইতিহাস রয়েছে। এক সময় জামাতের মতো সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলো নিয়ন্ত্রণে ছিল। বাংলাদেশে যেভাবে সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপর অত্যাচার হচ্ছে, হিন্দু মন্দির ভাঙা হচ্ছে তা কোনওভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। এর দায় সেদেশের সরকার ও নাগরিকদের নিতে হবে। এই ধরনের হিংসা বন্ধ করতে সকলে দায়িত্ব নিতে হবে।"সোমবার নোবেলজয়ীর এই মন্তব্য নিয়ে পালটা তোপ দাগে জামাত। অমর্ত্য সেন হাসিনাকে সমর্থন করছেন বলে আক্রমণ শানিয়ে জামাতের আমির শফিকুর রহমান বলেন, "বাংলাদেশকে সহনশীলতার পাঠ দেওয়ার কোনও প্রয়োজন নেই। বরং তিনি যে সমাজে বাস করেন, সে সমাজের আয়নায় নিজেকে দেখা উচিত। বাংলাদেশের জনগণ টানা ১৫ বছরের বেশি সময় ধর্মনিরপেক্ষতার নামে ভণ্ডামি করেছে। অমর্ত্য সেন স্বৈরাচারীর পক্ষে সাফাই গাইছেন, যা বিস্ময়কর ও নিন্দনীয়।"

মায়ের আশীর্বাদ অসীম

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(একাদশ পর্ব)

পাষাণমূর্তি। তারা মন্দিরে ঈশানকোনের ছোট্ট মন্দিরে চন্দ্রচূড় শিব বর্তমান।এসব তথ্য আমি কোথা থেকে পেয়েছি অনেকের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে,ছোটবেলা থেকে সব কিছুর পিছনে একটু অনুসন্ধান করার ইচ্ছা শক্তি আমার প্রবল আছে।সেটাকে কাজে লাগিয়েছি পড়াশোনার মাধ্যমে সব কিছু তথ্য জোগাড় করা,বিভিন্ন পাঠ্যপুস্তক থেকে এসব তথ্য সংগ্রহ করেছি। আজ তা আমার কলমে তুলে ধরছি।রামপুরহাট শহর তান্ত্রিক দেবী তারার মন্দির ও মন্দির-সংলগ্ন শ্মশানক্ষেত্রের জন্য বিখ্যাত। হিন্দু বিশ্বাস অনুযায়ী এই মন্দির ও শ্মশান

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

ভিতরে সুজন, বারুইপুরে সিপিএমের পার্টি অফিসে ঢুকল টিএমসিপি সমর্থকরা, তালা দিল গেটে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

সিপিএমের জেলা পার্টি অফিসে ঢুকে তাণ্ডবের অভিযোগ তৃণমূল ছাত্র পরিষদের বিরুদ্ধে। ভিতরে তখন সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুজন চক্রবর্তী বৈঠক করছেন। টিএমসিপি-র সদস্যরা বারুইপুরে সিপিএমের পার্টি অফিসে ঢুকে স্লোগান দিতে থাকেন। এরপর পার্টি অফিসের গেটেও তালাও লাগিয়ে দেন।এই ঘটনার নিন্দা করে স্থানীয় এক সিপিএম নেতা বলেন, "তৃণমূলের গুন্ডারা পার্টি অফিসে ঢুকে পড়ে। পুলিশের সামনে তালা লাগিয়েছে। কিন্তু, পুলিশ নির্বিকার থেকেছে। তবে আমরা শঙ্কিত নই। আমরা মরতেও রাজি আছি।"পুলিশের সামনে এসব হলেও তারা নির্বিকার থাকে বলে অভিযোগ সিপিএমের।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুকে হেনস্থার অভিযোগে সরব হয়েছে তৃণমূল। রাজ্যজুড়ে প্রতিবাদে নেমেছে। সোমবার বারুইপুর কলেজের টিএমসিপি-র সদস্যরা বারুইপুরে সিপিএমের কার্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। তারপর আচমকা সিপিএমের পার্টি অফিসের ভিতরে ঢুকে যান। সুজন চক্রবর্তী-সহ সিপিএমের অন্য নেতারা তখন ওই পার্টি অফিসে বৈঠক করছিলেন। সিপিএমের পার্টি অফিসের ভিতরে ঢুকে স্লোগান দিতে থাকেন টিএমসিপি সমর্থকরা। সিপিএম কর্মীদের সঙ্গে বচসাও বাধে তাঁদের।বারুইপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। পুলিশের সামনেই সিপিএমের পার্টি অফিসের গেটে তালা লাগিয়ে দেন। ভিতরে তখনও সুজনরা ছিলেন। সিপিএমের পার্টি অফিসের গেটে তালা লাগিয়ে চলে যান টিএমসিপি সমর্থকরা।

শিবরাত্রি ব্রতের ব্যাখ্যা করেন মহাদেব স্বয়ং

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

এই দিনে প্রদোষ ব্রত পালন করলে ভক্তদের মনো বাঞ্ছাপূর্ণ হয় এবং তাদের জ্ঞান ও বুদ্ধির উন্নতি হয়।

গুরবার প্রদোষ ব্রতঃ বৃধস্পতিবার যে প্রদোষ পালিত হয় তা গুরুবার প্রদোষ নামে পরিচিত। এই ব্রত পালন করলে তাদের সকল বিপদ এর নিরসন ঘটে এবং তা পালন করলে পিতৃপুরুষ থেকেও আশীর্বাদ প্রাপ্তি ঘটে।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

৭০ কোটির মধ্যে কয়েকজনের মৃত্যু হয়েছে মহাকুম্ভে..', মমতার উল্টো সুর সুজাতার মুখে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

মহাকুম্ভ আয়োজনে অব্যবস্থার অভিযোগে সরব মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দলনেত্রীর উল্টো সুর দলেরই সদস্য সুজাতা মণ্ডলের। 'কোনও অব্যবস্থার সম্মুখীন হইনি। ৭০ কোটি মানুষের মধ্যে কয়েকজনের মৃত্যু হয়েছে। পূণ্য অর্জন করতে গিয়ে মানুষের মৃত্যু দুঃখজনক। আমার দলের কর্মী থেকে নেতৃত্ব পর্যন্ত প্রচুর মানুষও গিয়েছেন।এরপরেই উত্তরপ্রদেশ বিধানসভায় দাঁড়িয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্যের তীব্র সমালোচনায় সরব হন যোগী আদিত্যনাথ। এদিকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্যকে সমর্থন করলেন অখিলেশ যাদব। এই বাগযুদ্ধের আবহে ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য করলেন জ্যোতির্পীঠের শঙ্করাচার্যও। উত্তরপ্রদেশ বিধানসভায় দাঁড়িয়ে তৃণমূলনেত্রীকে পাল্টা জবাব দিয়েছিলেন যোগী আদিত্যনাথ। ANI সংবাদ সংস্থা সূত্রে খবর, উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ বলেন, সনাতনের আয়োজনকে ওদের ফালতু মনে হয়। আর এদের এক সহযোগী এর চেয়ে আরও ২ পা এগিয়ে বলেন যে মহামকুম্ভ মৃত্যুকুম্ভে পরিণত হয়েছে। এটা কী! এই ধরণের দায়িত্বজ্ঞানহীন মন্তব্য সমাজবাদী পার্টি, কংগ্রেস, আরজেডি ও তৃণমূলের নেতারা সনাতন ধর্মের সবচেয়ে বড় আয়োজন নিয়ে করছেন। আস্থাকে সম্মান দিয়ে আয়োজন এগিয়ে নিয়ে যাওয়া কি অপরাধ? যদি সেটা অপরাধ হয়ে থাকে, তাহলে আমাদের সরকার সেই অপরাধ করছে এবং ভবিষ্যতেও করবে।'মহাকুম্ভতে যেতে দলের থেকে তো বারণ করা হয়নি। তারপরও যারা লুকোচ্ছেন তা তাঁদের ব্যক্তিগত বিষয়', মন্তব্য তৃণমূল নেতা সুজাতা মণ্ডলের।প্রসঙ্গত, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুকুম্ভ মন্তব্য ঘিরে তোলপাড় জাতীয় রাজনীতিতে। ইতিমধ্যেই মুখ্যমন্ত্রীর পাল্টা জবাব দিয়েছেন বিরোধী দলনেতা। সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন,' মহাকুম্ভ আমি নাই বা বললাম। ওটা এখন মৃত্যুকুম্ভ হয়ে গেছে।' মহাকুম্ভে বিপর্যয় এবং পুণ্যার্থীদের মৃৎয়ু নিয়ে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য রাজনীতিতে তোলপাড় ফেলেছে! যা নিয়ে একযোগে আক্রমণে নেমেছেন যোগী আদিৎয়নাথ থেকে শিবরাজ সিং চৌহানের মতো নেতারা! মঙ্গলবার বিধানসভায় দাঁড়িয়ে, কুম্ভে অব্যবস্থার অভিযোগ তুলে সুর চড়ান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন,'আমি মহাকুম্ভকে সম্মান করি। আমি শ্রদ্ধা জানাই। কিন্তু পরিকল্পনা না করে, এত হাইপ তুলে, এত লোকের মৃৎয়ু! বললেন ৩০ জন। কথাটা কি সঠিক? কত মৃতদেহ ভাসিয়ে দিয়েছেন নদীতে? কত? হাজার-হাজার। আটবার আগুন লেগেছে। মৃতদেহের ওপর দিয়ে যাঁরা এই হাইপ তুলছেন, আর টাকা কামানোর জন্য ধর্মকে বিক্রি করছেন, তাঁদের আমি মন থেকে মেনে নিতে পারি না।'

শীর্ষ আদালতে ২০২২ সালের প্রাথমিক নিয়োগ মামলার শুনানি শেষ, রায়দান কবে?

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

নয়াদিল্লি: শীর্ষ আদালতে ২০২২ সালের প্রাথমিক নিয়োগ মামলার শুনানি শেষ। দু দিনের মধ্যে সব পক্ষের বক্তব্য জানাতে বলল আদালত। আপাতত স্থগিত রায়দান।এসবের মাঝেই ২০২২ সালের প্রাথমিক নিয়োগ সংক্রান্ত সুপ্রিম কোর্টের মামলার শুনানি শেষ হল। তবে রায়দান স্থগিত। চাকরিপ্রার্থীদের তরফে আইনজীবী বলেন, বর্তমানে সুপ্রিম কোর্টের অর্ডারের ভিত্তিতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চাকুরিরতদের ভবিষ্যতে সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে না বলেই মনে করা হচ্ছে। তবে কী রায় দেয় শীর্ষ আদালত, সেদিকেই তাকিয়ে মামলাকারীরা।২০২২ সালে ১১ হাজার ৭৬৫টি শূন্যপদে প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল। ওই বছরই ডিসেম্বরে শুরু হয়ে গিয়েছিল ইন্টারভিউ প্রক্রিয়া।এই নিয়োগ প্রক্রিয়ায় সুযোগ পাওয়ার আবেদন জানিয়ে হাই কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন ২০১৪ সালের প্রাথমিক টেট উত্তীর্ণ কিছু প্রার্থী। কারণ, তাঁরা ডিএলএড কোর্সে ভর্তি হলেও নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের সময়ে মার্কশিট হাতে পাননি। সেই মামলা গড়ায় সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত। সেই মামলাতেই প্রাথমিকের মেধাতালিকা প্রকাশের উপর স্থগিতাদেশ দিয়েছিল শীর্ষ আদালত। পরবর্তীতে প্রাথমিকের মেধাতালিকা প্রকাশ করে ৯ হাজার ৫৩৩ জনকে নিয়োগের নির্দেশ দেয় সুপ্রিম কোর্ট। এরপর ফের মামলা হয় হাই কোর্টে।

যমে-মানুষে টানাটানি, বিয়ের দিনেই মৃত্যু চুঁচুড়ার গুলিবিদ্ধ পুলিশকর্মীর

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

হুগলি: যমে-মানুষে টানাটানি চলেছিল দিন কয়েক। কিন্তু শেষপর্যন্ত হার মানতে হল। মারা গেলেন চন্দননগরের গুলিতে জখম পুলিশকর্মী হিমাংশু মাঝি। আজ সোমবার সকালে কলকাতার সিএমআরআই হাসপাতালে তিনি মারা গিয়েছেন বলে খবর। বৃহস্পতিবার রাতে তিনি নিজের সার্ভিস রিভলবার থেকে গুলি চালিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলেন।সব থেকে বড় কথা আজই ওই পুলিশ কর্মীর বিয়ে ছিল। তার আগেই এই মর্মান্তিক ঘটনা। প্রাথমিকভাবে মনে করা হয়েছে, তিনি সার্ভিস রিভলবার থেকে নিজেকে গুলি চালিয়ে আত্মহত্যা করেন। যার তিন দিন পর বিয়ে, তিনি কেন এত কঠিন সিদ্ধান্ত নেবেন? বিয়ের জন্য ছুটিও মঞ্জুর হয়ে গিয়েছিল। তাহলে কোন প্রেক্ষিতে এমন সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি? মানসিক অবসাদ থেকেই কি এই ঘটনা? সেই প্রশ্ন উঠেছে। হিমাংশু মাঝি বাঁকুড়ার হীরবাঁধের বাসিন্দা ছিলেন। চন্দননগর পুলিশ লাইনের র‍্যাফে পোস্টিং ছিল তাঁর। চন্দননগর পুলিশ লাইনের বারাকে থাকতেন। ঘটনার কথা তাঁর বাড়িতে জানানো হয়েছিল। পরিবারের লোকজন তারপর থেকে হাসপাতালেই ছিলেন। মৃত্যুর খবরে কান্নার রোল বাড়িতে। ঘটনায় মুষড়ে পড়েছেন তাঁর সহকর্মীরা।সব থেকে বড় কথা আজ সোমবার ছিল তাঁর বিয়ে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার রাতে ইমামবাড়া হাসপাতালে পুলিশ লকআপে ডিউটিরত ছিলেন তিনি। সেসময় গুলির আওয়াজ পাওয়া যায়। সেই শব্দ শুনে ওই জায়গায় ছুটে গিয়েছিলেন কর্মরত অন্য পুলিশকর্মী ও হাসপাতালের স্টাফরা। রক্তাক্ত অবস্থায় হিমাংশুকে পড়ে থাকতে দেখা যায়। দ্রুত তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। কিন্তু সেখানে তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হয়। পরে তাঁকে কলকাতার সিএমআরআই হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। কিন্তু তাঁর শারীরিক অবস্থার ক্রমেই অবনতি হতে থাকে। গতকাল থেকেই হিমাংশু মাঝির শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক হয়। আজ সোমবার ভোর পাঁচটায় তিনি মারা গেলেন।

এনএইচআরসি, ভারতের আইটিইসি-র মানবাধিকার শাখা এবং বিদেশ মন্ত্রকের উদ্যোগে নতুন দিল্লিতে দক্ষিণ বিশ্বের মানবাধিকার সংস্থাগুলির প্রতিনিধিদের সম্মেলন শুরু হ'ল

নয়াদিল্লি, ০৩ মার্চ, ২০২৫

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন – এনএইচআরসি, ভারতীয় প্রযুক্তি ও অর্থনৈতিক কার্যনির্বাহী কমিটি - আইটিইসি-র মানবাধিকার শাখা এবং বিদেশ মন্ত্রকের উদ্যোগে নতুন দিল্লিতে দক্ষিণ বিশ্বের মানবাধিকার সংস্থাগুলির প্রতিনিধিদের সম্মেলন শুরু হয়েছে। মাদাগাস্কার, উগান্ডা, সামওয়া, তিমোর লেস্তে, ডিআর কঙ্গো, টোগো, মালি, নাইজেরিয়া, মিশর, তানজেনিয়া, মরিশাস, বুরুন্ডি, তুর্কমেনিস্তান এবং কাতার – এই ১৪টি দেশের মানবাধিকার সংস্থার প্রায় ৪৭ জন প্রতিনিধি ৬ দিনের এই সম্মেলনে যোগ দিয়েছেন।

এনএইচআরসি-র চেয়ারপার্সন বিচারপতি ভি রামাসুব্রহ্মনিয়াম উদ্বোধনী ভাষণে বলেন, ভারত গোষ্ঠীগত, সংস্কৃতিগত এবং ভাষাগত দিক থেকে অত্যন্ত বৈচিত্র্যময় একটি দেশ। ফলে, এখানে মানবাধিকার রক্ষার কাজটি বেশ জটিল। গতানুগতিক পথে না গিয়ে ক্ষেত্র-ভিত্তিক সমাধানসূত্র ভারতের মতো দেশের পক্ষে প্রাসঙ্গিক। আইটিইসি-র মতো মঞ্চ এক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা বিনিময়ের কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে। প্রাচীন ভারতের বিভিন্ন লিপিতে মানবাধিকারের বিষয়ে যে পর্যালোচনা রয়েছে, তা আজও প্রাসঙ্গিক বলে তিনি মন্তব্য করেন। এনএইচআরসি-র সদস্য বিচারপতি (ডঃ) বিদ্যুৎ কুমার সারেঙ্গি এনএইচআরসি-র কর্মকাণ্ডের তাৎপর্য তুলে ধরেন। মানবাধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে ভারতের ভূমিকা আন্তর্জাতিক স্তরে বিশেষ তাৎপর্য বহন করে বলে তিনি উল্লেখ করেন। আইটিইসি-র দক্ষতা বিকাশ ও মানবাধিকার শাখা এই বিষয়ে পারস্পরিক আদান-প্রদানে বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক। উন্নয়নমূলক প্রকল্প রূপায়ণের জেরে প্রান্তিক মানুষের অধিকার রক্ষা ও লিঙ্গসাম্যের দিকগুলিতে আরও বেশি লক্ষ্য দেওয়া উচিৎ বলে তিনি মনে করেন।

অনুষ্ঠানে ভাষণে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের মহাসচিব শ্রী ভরত লাল বলেন, ভারতের প্রশাসনিক কাঠামো যুক্তরাষ্ট্র-ভিত্তিক। ২৭টি প্রদেশের নিজস্ব মানবাধিকার সংস্থা রয়েছে। সমগ্র বিষয়টিতে সমন্বয়ের ভিত্তিতে এগোনো জরুরি।

৪ মার্চ, ২০২৫-এ ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ মাস কমিউনিকেশন (আইআইএমসি)-এর ৫৬তম সমাবর্তন উৎসবে পৌরোহিত্য করবেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব

নয়াদিল্লি, ০৩ মার্চ, ২০২৫

ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ মাস কমিউনিকেশন (আইআইএমসি)-এর ৫৬তম সমাবর্তন উৎসব অনুষ্ঠিত হবে আগামী ৪ মার্চ নতুন দিল্লির আইআইএমসি-র মহাত্মা গান্ধী মঞ্চে। আইআইএমসি-র আচার্য এবং কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার, রেল এবং ইলেক্ট্রনিক্স ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী শ্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন।

২০২৩-২৪ ব্যাচের ন'টি পাঠ্যক্রমের ৪৭৮ জন ছাত্রছাত্রীকে পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা সার্টিফিকেট দেওয়া হবে। নতুন দিল্লির আইআইএমসি এবং ঢেঙ্কানল, আইজল, অমরাবতী, কোট্টায়াম এবং জম্মু ক্যাম্পাসের ছাত্রছাত্রীদেরও এই অনুষ্ঠানে ডিপ্লোমা দেওয়া হবে। এছাড়াও, অত্যন্ত মেধাবী ৩৬ জন ছাত্রছাত্রীকে তাঁদের ঔৎকর্ষের স্বীকৃতিতে পদক এবং নগদ পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করা হবে। এই সমাবর্তন অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন অধ্যাপকরা ছাড়াও বিশিষ্ট অতিথিরা।

আইআইএমসি স্থাপিত হয় ১৯৬৫-তে। দেশে সাংবাদিকতা সম্পর্কে শিক্ষার এটি অগ্রগণ্য প্রতিষ্ঠান। হিন্দি ও ইংরেজি সাংবাদিকতা, বিজ্ঞাপন ও জনসংযোগ, রেডিও ও টেলিভিশন সাংবাদিকতা, ডিজিটাল মিডিয়া, ওড়িয়া, মারাঠি, মালায়লাম এবং উর্দু সাংবাদিকতায় ডিপ্লোমা দেওয়া হয়। ২০২৪-এ ডিমড বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা পাওয়ার পর থেকে মিডিয়া বিজনেস স্টাডিজ এবং স্ট্র্যাটেজিক কমিউনিকেশন-এ দুটি স্নাতকোত্তর ডিগ্রি দেওয়াও শুরু হয়েছে।

সিনেমার খবর

নতুন পরিচয়ে ঋতুপর্ণা

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

অভিনয় করে তারকা খ্যাতি পেয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের অভিনেত্রী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত। বাংলাদেশের রয়েছে তাঁর পরিচিতি। এবার তিনি হাজির হয়েছেন নতুন পরিচয়ে। রেস্তোরা ব্যবসায় নেমেছেন এই অভিনেত্রী। রেস্তোরার নাম দিয়েছেন 'নিবলস'। খবর এই সময়ের।

যারা ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তকে চেনেন, জানেন তিনি যত্ন করে সবাইকে খাওয়াতে কতটা ভালোবাসেন। তাঁর বাড়িতে গেলে না খাইয়ে ছাড়েন না কখনও। তাঁর এই খাওয়ানোর প্যাশনই এ বার অন্য ভাবে প্রকাশিত হয়েছে। শরৎ বোস রোডে একটি রেস্তোরাঁ কিনেছেন নায়িকা।

ঋতুপর্ণার ভাষায় , " 'নিবলস' মানে কী সবাই জানেন। আমিও ছোট-ছোট পদক্ষেপ দিয়ে বড় হতে চাই। আমি হেলদি খাবার রেখেছি মেনুতে। কোল্ড প্রেস জুস, স্টিমড-বেকড ডিশ পাবেন এখানে। পুরো মেনুটাই পকেট ফ্রেন্ডলি। তাই প্রিয়জনের সঙ্গে বিশেষ কিছু মুহূর্ত কাটাতে চাইলে এখানে আসতে পারেন। অবশ্যই খাবার কেমন লাগল জানাবেন আমাদের।'

তবে এই রেস্তোরাঁ কেনার পিছনে অন্য একটি বিষয়ও কাজ করেছে। তিনি যোগ করেন, 'আমার খুব ইমোশনাল জায়গা 'নিবলস'। এটা আমার স্কুল-কলেজের খুব কাছের এক বন্ধুর রেস্তোরাঁ ছিল। সে এই সুন্দর জিনিসটা শুরু করেছিল। আমার জন্য এখান থেকে প্রায়ই খাবার পাঠাত। আমাদের লেডি ব্রেবোর্ন কলেজের রি-ইউনিয়নের অনুষ্ঠানের রিহার্সালের সময়ে ও এখান থেকে আমাদের জন্য খাবার নিয়ে যেত।

এখানকার কোল্ড প্রেস জুস খুব ভালো লাগত। বাড়িতে খাবার নিয়ে গিয়ে আমার হেল্পিং হ্যান্ডকে বলত, 'ভালো করে রেখে দাও। দিদিকে পরে দেবে।' কিন্তু ২০২৪-এর শুরুতে ও আমাদের ছেড়ে চলে যায়। আমার দুই প্রিয় মানুষ, অভিনেত্রী শ্রীলা মজুমদার আর আমার বন্ধু অনিন্দিতা একদিনে আমাকে ছেড়ে চলে গিয়েছে। তার হাজ়রা্যান্ডের এই জায়গাটা নিয়ে আর কিছু করার ইচ্ছে ছিল না। আমার মনে হলো, এই কোজ়ি জায়গাটা যদি নিজেদের কাছেই রাখি, তা হলে এর মাধ্যমেই ও আমাদের কাছে থেকে যাবে। সেই থেকে এই উদ্যোগ।'

বাবা-মা হচ্ছেন পরমব্রত ও পিয়া

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

কলকাতার অভিনেতা পরমব্রত চট্টোপাধ্যায় এবং পিয়া চক্রবর্তীর সংসারে নতুন অতিথি আসছে। দুই পোষ্য এবং নিজেদের ছবি ফেইসবুকে পোস্ট করে পরমব্রত লিখেছেন, পরিবারে নতুন সদস্য যোগ হতে চলেছে।

পিয়া জানিয়েছেন, পাঁচ মাসের অন্তঃসত্ত্বা তিনি। সব ঠিক থাকলে জুন মাসে তারকা দম্পতির সন্তান পৃথিবীর আলো দেখবে। তিনি বলেন, নিয়মিত চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়ার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি। শুক্রবার ঠিক করি, এবার জানানোর সময় এসেছে।

কলকাতার জনপ্রিয় অভিনেতা পরমব্রত চট্টোপাধ্যায় ও পিয়া চক্রবর্তীর সংসারে আসছে নতুন অতিথি। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে দুই পোষ্য এবং নিজেদের একটি ছবি পোস্ট করে পরমব্রত লিখেছেন, পরিবারে নতুন সদস্য যোগ হতে চলেছে।

এক সাক্ষাৎকারে পিয়া চক্রবর্তী জানিয়েছেন, তিনি পাঁচ মাসের অন্তঃসত্ত্বা। সব ঠিক থাকলে চলতি বছরের জুন মাসে তাদের সন্তান পৃথিবীর আলো দেখবে। নিয়মিত চিকিৎসকের পরামর্শ নিচ্ছি। শুক্রবার ঠিক করলাম, এবার সুখবরটি সবার সঙ্গে ভাগ করে নেওয়ার সময় এসেছে।

পরমব্রত ও পিয়ার এই সুখবর প্রকাশের পর থেকেই সামাজিক মাধ্যমে তাদের শুভেচ্ছায় ভাসাচ্ছেন সহকর্মী, বন্ধু ও ভক্তরা।

উল্লেখ্য, ২০২৩ সালের ২৭ নভেম্বরে বিয়ে করেন পরমব্রত ও পিয়া। পরদিন সোশাল মিডিয়ায় পারিবারিকভাবে বিয়ের আনুষ্ঠানিকতার ছবি প্রকাশ করেন দুজনে। ২০২১ সালে ঘূর্ণিঝড় ইয়াসের পর ভারতের সুন্দরবন এলাকায় ত্রাণ দিতে গিয়ে দুজনার কাছাকাছি আসা। যদিও একে অপরকে তারা চিনতেন আগে থেকে।

গায়ক অনুপমের সঙ্গে পিয়া সাংসারিক জীবনের ইতি টেনেছিলেন ২০২১ সালে। সোশাল মিডিয়ায় বিচ্ছেদের ঘোষণা দিয়েছিলেন যৌথভাবে। তখন খবর উড়েছিল, পরমব্রতের সঙ্গে সম্পর্কের জের ধরে নাকি অনুপমের সংসার থেকে বেরিয়ে আসেন পিয়া। সম্প্রতি মুক্তি পেয়েছে পরমব্রতের পরিচালনায় 'এই রাত তোমার আমার' সিনেমাটি।

বিদেশে গেলেই লোকে ভাবে পাত্রের খোঁজে গিয়েছি: পায়েল

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

বয়স ৪০। এখনও বিয়ে করেননি অভিনেত্রী পায়েল। ফলে কলকাতার অভিনেত্রী পায়েল সরকারের বিয়ে নিয়ে তার ভক্ত-অনুরাগীদের আগ্রহের শেষ নেই। অভিনেত্রীর ব্যক্তিজীবন নিয়ে ভক্তদের এতটাই আগ্রহ যে, সম্প্রতি আনন্দবাজার পত্রিকায় দেয়া সাক্ষাৎকারে পায়েল বলেন, তিনি দেশের বাইরে ঘুরতে গেলেও মানুষ মনে করে- পাত্রের সন্ধানে গেছেন।

এই নায়িকা বলেন, 'আমেরিকায় একটা পুরস্কার নিতে গিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে কিছু ছবি পোস্ট করি। সেই ছবি দেখে অনেকেই বলা শুরু করেন, আমি নাকি পাত্র খুঁজতে আমেরিকায় গিয়েছি! অথচ ছবিটা নিয়ে কেউ কথা বললেন না। তাই মনে হয়, অভিনেত্রীদের কাজের চেয়ে ব্যক্তি জীবন নিয়েই মানুষের আগ্রহ বেশি। সেদিক থেকে দেখলে, বাঙালির আধুনিক, উন্মুক্ত চিন্তাধারাটা

পায়ের সরকার

কোথাও যেন হারিয়ে গেছে বলে মনে হয়।'

কিন্তু প্রেম-বিয়ে নিয়ে কী ভাবছেন এই অভিনেত্রী? একটি ঘটনা উল্লেখ করে পায়েল বলেন, "কমলদা (পরিচালক কমলেশ্বর মুখার্জি) একবার আমাকে বলেছিলেন, 'ক্যারিয়ার তৈরি করতে হলে তাড়াতাড়ি বিয়ে করা যাবে না।"

তাহলে কি পরিচালকের পরামর্শ মেনে বিয়ে করছেন না পায়েল? এ বিষয়ে তিনি বলেন, 'আবার জীবনে এ রকম কেউও থাকতে পারেন, যে হয়তো আমাকে আমার সম্পূর্ণ ক্যারিয়ারে সাপোর্ট করে গেলেন। একজন প্রকৃত পুরুষ কখনো তার জীবনসঙ্গীকে পিছিয়ে রাখতে চাইবেন না। বরং সাপোর্ট করবেন, সঙ্গীকে সব সময় এগিয়ে দেবেন। এ রকম মানুষ কিন্তু খুঁজে পাওয়া যায়।'

তবে কি মনের মতো মানুষ কি খুঁজে পেয়েছেন পায়েল? জবাবে এই অভিনেত্রী বলেন, 'দেখা যাক, ঠিক সময়ে জানতে পারবেন।'

এর আগে গত বছরের মাঝামাঝি গুঞ্জন ওঠে, এক প্রবাসীকে বিয়ে করতে যাচ্ছেন পায়েল। কিন্তু সেই খবর উড়িয়ে দিয়ে তিনি জানান, 'কোনো প্রবাসীকে বিয়ে করছি না। বরং কলকাতার ছেলেকে বিয়ে করব।'

পায়েলের হাতে এখন চারটি সিনেমার কাজ। এর মধ্যে 'দি অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস' সিনেমার কাজ শেষ করেছেন। 'বিষণ্ন', 'এখানে অন্ধকার', 'আপনজন' সিনেমার কাজ নিয়ে ব্যস্ত সময় পার করছেন তিনি।

কষ্টার্জিত জয়ে শীর্ষস্থান ধরে রাখল বার্সেলোনা

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

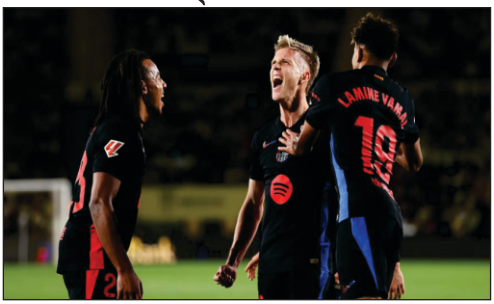

ম্যাচ শেষে কোচ হ্যান্সি ফ্লিক বললেন, 'এটা মোটেও ভালো ম্যাচ হয়নি, তবে আমরা জিতেছি। ম্যাচের কঠিনতার কারণে আমি ক্লান্ত বোধ করছি।' কোচের কথাতেই স্পষ্ট কতোটা ভুগতে হয়েছে বার্সেলোনাকে। তবে স্বস্তির খবর জয় মিলেছে কাতালানদের। তাতে শীর্ষস্থান ধরে রেখেছে দলটি। আর এই জয়ে তারা রিয়াল মাদ্রিদের ওপর চাপ সৃষ্টি করল, যারা রোববার জিরোনার বিপক্ষে না জিতলে ব্যবধান বাড়বে।

লাস পালমাসের মাঠে লা লিগার ম্যাচে স্বাগতিকদের ২-০ গোলের ব্যবধানে হারিয়েছে বার্সেলোনা। দানি ওলমোর দুর্দান্ত গোল এবং ম্যাচের শেষ মুহূর্তে ফেরান তোরেসের আরেকটি গোল তিন পয়েন্ট নিশ্চিত করে ব্লুগ্রানাদের। মন্টজুইকে এই দলটির কাছে ১-২ গোলের ব্যবধানে হেরেছিল বার্সা। যা ছিল চলতি মৌসুমে ঘরের মাঠে তাদের প্রথম হার।

অ্যাতলেতিকো মাদ্রিদের বিপক্ষে আসন্ন কোপা দেল রে সেমিফাইনালের প্রথম লেগ মাথায় রেখে ফ্লিক এদিন দলে চারটি পরিবর্তন আনেন। রায়ো ভায়েকানোর বিপক্ষে (১-০) জয়ের একাদশ থেকে কিছু খেলোয়াড় পরিবর্তন করা হয়। শৃঙ্খলাজনিত কারণে শাস্তি কাটিয়ে ফিরে আসেন জুলস কুন্দে। এছাড়া এরিক গার্সিয়া, মার্ক কাসাদো এবং ফেরমিন লোপেজ একাদশে জায়গা পান। যারা হেক্তর ফোর্ত, ইনিগো মার্তিনেজ, ফ্রাঙ্কি ডি ইয়ং এবং গাভির বদলে মাঠে নামেন তারা।

প্রথম লেগের জয়ের আত্মবিশ্বাস নিয়ে ঘরের মাঠে প্রথম থেকেই আক্রমণাত্মক খেলতে লাস পালমাস। অন্যদিকে, বার্সেলোনাও শুরুতে নিজেদের লক্ষ্যে স্পষ্ট ছিল। লেভানদোভস্কি শুরুতে দুটি গোলের সুযোগ তৈরি করলেও লক্ষ্যভ্রষ্ট শট নেন। এরপর লা পালমাস কিছুটা প্রতিরোধ গড়ে তোলে। ম্যাকবার্নি কিছুটা পরীক্ষায় ফেলেন শেজনিকে, তবে গোলবার রক্ষা করতে সক্ষম হন তিনি। সাবেক বার্সা খেলোয়াড় সান্দ্রোর শটও ঠেকিয়ে দেন এই পোলিশ গোলরক্ষক।

লা পালমাসের জমাট রক্ষণ ভাঙতে বেগ পেতে হয় বার্সার খেলোয়াড়দের। এরমধ্যেই মোলেইরোর একটি শট অল্পের জন্য গোলপোস্টের বাইরে চলে যায়। প্রথমার্ধের শেষ মুহূর্তে লামিন ইয়ামাল গোলের ভালো সুযোগ পেলেও তা কাজে লাগাতে পারেননি। সময়ের সঙ্গে লা লিগার শীর্ষস্থান হারানোর শঙ্কা বাড়ছিল দলটির। বিরতির পরপরই ফেরমিনকে তুলে ওলমোকে মাঠে নামান ফ্লিক, তাতে মাঝমাঠের নিয়ন্ত্রণ বাড়ে। তবে লা পালমাসের দুই মিডফিল্ডার এসুগো ও বাজচেটিক আটকে দেন বার্সার খেলোয়াড়দের, তাতে বাড়ছিল হতাশা।

এই সংকটের মধ্যেই আশার আলো হয়ে আসেন লামিন ইয়ামাল। প্রথমে রাফিনিয়াকে নিখুঁত ক্রস দিলেও ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড তা কাজে লাগাতে ব্যর্থ হন। এরপর ওলমোর সঙ্গে মিলে অসাধারণ এক আক্রমণ গড়ে তোলেন, যা ওলমোর গোলের মাধ্যমে পরিণতি পায় এবং ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে যায় বার্সা।

গোল হজম করে তেতে ওঠে লা পালমাস। কোচ দিয়েগো মার্তিনেজ একসঙ্গে তিনটি পরিবর্তন এনে দলকে আক্রমণাত্মক করেন, যার ফলে বার্সেলোনা কিছুটা চাপে পড়ে। একবার এরিক গার্সিয়ার হাতে বল লাগলেও অফসাইডের কারণে পেনাল্টির আবেদন নাকচ করা হয়। শেষ পর্যন্ত, ফেরান তোরেস যোগ করা সময়ে গোল করলে জয় নিশ্চিত হয় তাদের।

পন্টিংয়ের আরও কাছে কোহলি

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

হার্শিত রানার বলে ডিপ মিডউইকেটে খুশদিল শাহর ক্যাচ নিলেন বিরাট কোহলি। পাকিস্তান গুটিয়ে গেল ২৪১ রানে। কোহলির রেকর্ড সমৃদ্ধ হলো আরেকটু।

ওয়ানডেতে ভারতের হয়ে সবচেয়ে বেশি ক্যাচ নেওয়ার রেকর্ড (কিপারদের বাইরে) এখন এককভাবে কোহলির। চলতি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে বাংলাদেশের বিপক্ষে দুইটি ক্যাচ নিয়ে মোহাম্মদ আজহারউদ্দিনের পাশে বসেছিলেন তিনি। রবিবার (২৩ ফেব্রুয়ারি) পাকিস্তানের বিপক্ষে আরও দুইটি ক্যাচ নেওয়ায় তিনি ছাড়িয়ে গেলেন পূর্বসূরিকে।

৪৭তম ওভারে নাসিম শাহর ক্যাচ নিয়ে আজহারকে টপকে যান কোহলি। শেষ ওভারে খুশদিলের ক্যাচ নেন তিনি। ৩৩২ ইনিংসে ফিল্ডিং করে ১৫৬ ক্যাচ নিয়েছিলেন আজহার। ২৯৬ ইনিংসে কোহলির ক্যাচ হলো ১৫৮টি।

আর দুইটি ক্যাচ নিলে বিশ্ব রেকর্ডের তালিকায় দুই নম্বরে রিকি পন্টিংকে ছুঁয়ে ফেলবেন কোহলি। ৩৭২ ইনিংসে ১৬০ ক্যাচ নিয়ে ক্যারিয়ার শেষ করেন সাবেক অস্ট্রেলিয়ান অধিনায়ক পন্টিং। ৪৪৩ ইনিংসে ২১৮ ক্যাচ নিয়ে চূড়ায় আছেন শ্রীলঙ্কার মাহেলা জায়াওয়ার্দেনে।

মেসির পাশে সালাহ

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের শিরোপার দৌড়ে বড় লাফ দিয়েছে লিভারপুল। আর গুরুত্বপূর্ণ এই ম্যাচে আবারও নিজের জাত চেনালেন মোহাম্মদ সালাহ।

রবিবার রাতে ম্যানসিটির ঘরের মাঠ ইতিহাদ স্টেডিয়ামে অলরেডদের হয়ে প্রথম গোল করেন এবং দ্বিতীয় গোলে ডমিনিক সোবোস্লাইকে সহায়তা করেন তিনি।

সোবোস্লাই সিটির বাজে রক্ষণের সুযোগ নিয়ে ৩৭ মিনিটে লিভারপুলের লিড দ্বিগুণ করেন। হাঙ্গেরিয়ান মিডফিল্ডারকে সহজ পাস দেন সালাহ। লিভারপুল এগিয়ে যায় ২-০ গোলে।

৩২ বছর বয়সী সালাহ এই মৌসুমে ১১টি লিগ ম্যাচে গোল ও অ্যাসিস্ট করেছেন, যা ইউরোপের শীর্ষ পাঁচ লিগের ইতিহাসে একক মৌসুমে কোনো খেলোয়াড়ের সর্বোচ্চ। এর আগে ২০১৪-১৫ মৌসুমে বার্সেলোনার জার্সিতে এই কীর্তি করেছিলেন লিওনেল মেসি।

এদিকে, এমন দাপুটে জয়ে শীর্ষস্থানে নিজেদের অবস্থান আরও মজবুত করলো ১১ পয়েন্টের ব্যবধানে। ২৭ ম্যাচ থেকে ৬৪ পয়েন্ট সংগ্রহ করে ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে যাচ্ছে লিভারপুল। দ্বিতীয় স্থানে থাকা আর্সেনালের চেয়ে ১১ পয়েন্ট এগিয়ে রয়েছে অলরেডরা। যদিও আর্সেনাল একটি ম্যাচ কম খেলেছে।

সিটি ৪৪ পয়েন্ট নিয়ে চতুর্থ স্থানে। মৌসুমের শুরুতে বাজে পারফর্ম করায় টানা পঞ্চমবারের মতো লিগ শিরোপা জয়ের স্বপ্ন ধূলিসাৎ হয়ে গেছে তাদের। এখন চ্যাম্পিয়ন্স লিগের স্থান নিশ্চিত করার জন্য লড়াই করছে পেপ গার্দিওলার দল।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৯বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali,P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 19D, Jamir Lane, Kolkata- 700019 & 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR